দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 22 NOV 1997

পৃষ্ঠা ... কলাম 1

২৭

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা

আবদুল লতিফ মাসুম

শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার। এ অধিকার সার্বজনীন। নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন অবধারিত। জীবন ধারণের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন অনিবার্য। সবাই উচ্চ শিক্ষিত হবে এটা অনিবার্য নয়। কিন্তু সবাই ন্যূনতম শিক্ষা লাভ করবে এটা প্রত্যাশিত। এই ন্যূনতম শিক্ষাকেই 'মৌলিক' শিক্ষা বলা হয়। অবশ্য ন্যূনতম শব্দটি আপেক্ষিক। স্থান-কাল-পাত্রভেদে এর ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকম হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডিগ্রী লেভেলের শিক্ষা সবার জন্য সহজলভ্য এবং প্রয়োজনীয় হতে পারে। আমাদের দেশের মামকাঠি ভিন্নতর হতে বাধ্য।

ইতিপূর্বে আমাদের দেশের আদমশুমারীতে কোনরকম নাম দস্তখত করতে পারে এমন লোকদের শিক্ষিত তালিকাভুক্ত করা হতো। বিগত আদমশুমারীতে যে কোনরকম লিখতে পড়তে পারে তাকেই শিক্ষিত বলা হয়েছে। বাংলা এবং গণিতে সাধারণ ধারণাকেই মৌলিক শিক্ষা বলতে পারি। একজন নাগরিক যদি নিজে চিঠি লিখতে জানে, নিজের হিসেব নিকেশ নিজে রাখতে পারে তাহলে তার মৌলিক শিক্ষা রয়েছে বলা যেতে পারে। আমার কাছে মৌলিক শিক্ষার একটি ভিন্ন অর্থ রয়েছে। আমি মনে করি, জীবন ধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষাকে মৌলিক শিক্ষা বলা উচিত। মৌলিক শিক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সাথে ন্যূনতম 'টেকনিক্যাল নলেজ' থাকবে।

আমরা একটি গরীব দেশের মানুষ। আমাদের লোকদের পড়াশুনা করবার সাধ আছে কিন্তু সাধ্য নেই। তাই সবার জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য। আদর্শ মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা বয়সের সকল শিশু-কিশোরকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান। কিন্তু আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে এটি সম্ভব নয়। আদিকাল থেকে লালিত দারিদ্র্য, কুসংস্কার ও নিরক্ষরতা সবসময়ই এ ধরনের প্রয়াসের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করেছে। শিক্ষা হচ্ছে উন্নয়নের পূর্বশর্ত। সুতরাং শিক্ষার প্রতিবন্ধকতাসমূহ উন্নয়নের পথেও প্রতিবন্ধক। একটি বৈষয়িক বা সামাজিক উন্নয়নের জন্য যে শিক্ষিত বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী প্রয়োজন তা আমাদের নেই। আমাদের দেশে যে তথাকথিত মৌলিক শিক্ষা প্রচলিত বা প্রচলনের চেষ্টা রয়েছে তা সাধারণ মানুষের লেখাপড়ার সাধারণ প্রয়োজন মেটাতে পারে। যেমন রাস্তাঘাট চেনা, দোকানের হিসেব রাখা এবং নিজের দলিলপত্র চেনা ইত্যাদি। তাই এই ধরনের বুনিয়াদী শিক্ষাকে মৌলিক শিক্ষা না বলে সাধারণ শিক্ষাই বলা উচিত। এই শিক্ষা কি আমাদের তেমন কোন উপকারে আসছে? এই শিক্ষা কি আমাদের ন্যূনতম চাকরির নিশ্চয়তা দিচ্ছে?

এই শিক্ষা কি আমাদের আয় রোজগার বাড়াতে সাহায্য করছে? নিশ্চয়ই না। লেখাপড়া না জেনে এম, এ, পাস করা যেমন শোভাবর্ধক যোগ্যতা তেমনি অক্ষরজ্ঞান নিয়ে শিক্ষিত হওয়াটাও অর্থহীন শিক্ষা। আসল শিক্ষা হওয়া উচিত বাঁচার শিক্ষা। জীবনযুদ্ধে জিততে যদি প্রচলিত শিক্ষা কোন কাজেই না লাগে তাহলে কি লাভ এসব শিখে? একটা পিওনের চাকরির জন্যও ৫ম শ্রেণী ন্যূনতম যোগ্যতা নয়। অথচ আমরা জানি ৫ম শ্রেণী আর ১০ম শ্রেণী গুণগতভাবে একই রকম। আমাদের লেখাপড়ার জ্ঞান যত সামান্যই হোক তা যদি আমাদের ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী হয়, তা যদি আমাদের পারিবারিক আয় বাড়ায় সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। এই 'প্রকৃত শিক্ষা' ধারণাটা বাস্তব ও নৈতিকতা সমন্বিত। প্রকৃত শিক্ষা মানেই হল জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং সুন্দর ও সৎ হওয়ার দীক্ষা।

প্রকৃত শিক্ষাই হচ্ছে কার্যকর সুশিক্ষা। মৌলিক শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষা বা সাধারণ শিক্ষাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে একজন নাগরিক উৎপাদন সক্ষম এবং সৎ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। মনে করি 'ক' একজন কৃষকের ছেলে। সে আমাদের প্রচলিত প্রাথমিক স্কুলে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। সে তার সাধারণ প্রয়োজন মেটাতে পারে। কিন্তু সে জানে না কোন্ জমিতে কোন্ অবস্থায় কি সার দিতে হয়, মাছ চাষ করতে হলে তাকে কি কি করতে হবে অথবা হাঁস-মুরগী লালন পালনের কি নিয়ম কানুন রয়েছে। সুতরাং গতানুগতিক শিক্ষা তাদের কোনই উপকারে আসছে না। এটা না করে আমার ধারণা 'ক'কে যদি ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পদ্য, গদ্য এবং পাটিগণিতের সাথে সাথে উৎপাদনে সহায়তা করবে এমন শিক্ষা দেয়া হয় তাহলে তা ব্যক্তি পরিবার তথা সমাজকে উপকৃত করবে। সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত একটি ছেলে যদি জুতা সেলাই করে তাও মর্যাদাকর। আর যদি সে বেকার থাকে তাও অমর্যাদাকর।

নৈতিকভাবে মৌলিক কিছু গুণাবলীর কথা বলতে হবে। তাহলো (ক) 'সততাই উৎকৃষ্ট পন্থা' (খ) 'পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি' (গ) নিজেকে নিজে সাহায্য করাই উত্তম সাহায্য। (ঘ) জীবনের সব জায়গায় সব ক্ষেত্রে কর্তব্যই বড় কথা। মোট কথা ধর্মীয় নীতি নৈতিকতার আলোকেই তাদের শিক্ষা পরিচালিত হবে।

বস্তুতঃ কথিত মৌলিক শিক্ষার দু'টো দিক স্পষ্ট ঃ ব্যবহারিক ও নৈতিক। ব্যবহারিক দিক দিয়ে।

ক) চাষাবাদের প্রাথমিক ধারণা

খ) ছোটখাট যন্ত্রকৌশল যেমন পাওয়ার টিলার চালানো, সেচ পাম্পের মেরামত, বিদ্যুতের ব্যবহার ইত্যাদি।

গ) মাছ চাষের পদ্ধতি

ঘ) গো মহিষাদি ও হাঁসমুরগীর লালন পালন

ঙ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা ইত্যাদি।

নৈতিক ও ব্যবহারিক উভয়দিক থেকে গড়ে ওঠা মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত এইসব জনগোষ্ঠী আমাদের নৈতিক মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন ও সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে সত্যিকার অর্থে কর্মমুখী উৎপাদনশীল শিক্ষায় পরিণত করতে না পারলে তা আমাদের জনগণের কোন উপকারে আসবে না।

প্রস্তাব মোতাবেক প্রাথমিক শিক্ষাকে উৎপাদনশীল করতে অতিরিক্ত কোন জনশক্তি প্রয়োগ সম্ভবও নয় কাম্যও নয়। উপরে উল্লেখিত ৪টি বিষয়ের মধ্যে যন্ত্রকৌশল বিষয় আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হতে পারে। দেশে পর্যাপ্ত ভকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট রয়েছে। কর্মরত প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে মাত্র কয়েক সপ্তাহের ট্রেনিং দেয়া হলেই এরা ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দিতে পারবে। এছাড়া নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ভকেশনাল ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকদের অগ্রাধিকার দিলে বেশ লোক পাওয়া যাবে।

চলবে